Cosmo School

শ্রেণিঃ সপ্তম

বিষয়ঃ বাংলা ২য় পত্র

শব্দ গঠন

শব্দঃ

এক বা একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে তৈরি অর্থবোধক ও উচ্চারণযোগ্য একককে বলা হয় শব্দ। অর্থাৎ কিছু ধ্বনি একসাথে মিলে যখন কোনো অর্থ প্রকাশ করে তাকে আমরা শব্দ বলে থাকি। যদি অর্থ প্রকাশ না করে তবে তা শব্দ হবে না। যেমনঃ গো + লা + প = গোলাপ একটি শব্দ। কারণ, গোলাপ বলতে আমরা একটি ফুল এর নাম বুঝে থাকি, যা একটি অর্থ বোঝায়।। এই শব্দটি তৈরি করতে আমাদের গো, লা, প এই ৩টি ধ্বনিকে এক করতে হয়েছে। একইভাবে কলম, গাড়ি, আকাশ ইত্যাদি অনেক শব্দ উদাহরণ হিসেবে বলা যায়।

শব্দের গঠনঃ

শব্দের গঠন বলতে বোঝায় শব্দ তৈরির বা নির্মানের প্রক্রিয়া।শব্দ কিভাবে সৃষ্টি হয় তা আমরা শব্দ গঠন থেকে জানতে পারি। নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টির এই প্রক্রিয়াকে শব্দ গঠন বলা হয়।

গঠনগত দিক থেকে শব্দ দুইটি শ্রেণিতে বিভক্ত। যথাঃ

১। মৌলিক শব্দ

২। সাধিত শব্দ

১। মৌলিক শব্দঃ

যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করা যায় না বা ভেঙে আলাদা করা যায় না, সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। মৌলিক বলতে বোঝায় মূল। অর্থাৎ মৌলিক শব্দ মানে হচ্ছে মূল শব্দ। মৌলিক শব্দকে যদি ভাঙি তাহলে আমরা কয়েকটি ধ্বনি পাবো। এর মধ্যে কোন শব্দ পাবো না। যেমনঃ কলম একটি মৌলিক শব্দ। কলম = ক + ল + ম। কলম ভেঙে আমরা ক, ল, ম এই তিনটি ধ্বনি পেলাম। একইভাবে আম, বই, বিশ্ব ইত্যাদি মৌলিক শব্দের উদাহরণ হিসেবে বলা যায়।

মৌলিক শব্দ গঠনের ৩টি উপায় আছে। অর্থাৎ ৩ ভাবে মৌলিক শব্দ গঠিত হয়ে থাকে।

ক) বর্ণের সাথে বর্ণ - বর্ণের সাথে বর্ণ যোগ করে মৌলিক শব্দ গঠন করা হয়। যেমনঃ ব + ল = বল। এখানে ব, ল এই বর্ণ দুটিকে যোগ করে বল শব্দ গঠিত হয়েছে। একইভাবে আ + ম = আম, ব + ই = বই, ম + ন = মন ইত্যাদি উদাহরণ হিসেবে বলা যায়।

খ) 'কার' যোগে – স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে 'কার' বলা হয়। সরল বর্ণের সাথে 'কার' যোগ করে শব্দ গঠন করা হয়। যেমনঃ পড়া শব্দটি। (প + অ = প), (ড় + আ = ড়া) এই দুটো মিলে প + ড়া = 'পড়া' শব্দটি তৈরি হয়েছে। এখানে 'প' এর সাথে যে 'অ' যুক্ত হয়েছে সেটা 'পড়া' শব্দে দেখা যাচ্ছে না। কারণ 'অ' বর্ণের কোন সংক্ষিপ্ত রূপ নেই, তাই অ- 'প' ব্যঞ্জনের সাথে অন্তর্লীন হয়ে গেছে বা মিশে গেছে।

গ) ফলা যোগে - ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে 'ফলা' বলা হয়। সরল বর্ণের সাথে ফলা' যোগ করে শব্দ গঠন করা হয়। যেমনঃ ছাত্র শব্দটি। (ছ + আ = ছা), (ত + র = ত্র) এই দুটো মিলে ছা + ত্র = 'ছাত্র' শব্দটি তৈরি হয়েছে।

২। সাধিত শব্দঃ

যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করলে বা ভাঙলে আলদা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়, তাকে সাধিত শব্দ বলে। সাধিত শব্দ হলো এমন যার ভিতরে আরো অর্থবোধক শব্দ লুকিয়ে থাকে। সাধারণত কোন মৌলিক শব্দের সাথে বিভিন্ন ব্যাকরণিক উপাদান যুক্ত হয়ে সাধিত শব্দ গঠিত হয়। যেমনঃ ডুবন্ত = ডুব + অন্ত। এখানে 'ডুবন্ত' শব্দকে ভেঙে আরো একটি অর্থবোধক শব্দ 'ডুব' এবং একটি ব্যাকরণিক উপাদান প্রত্যয় পাওয়া যায়। আবা, মাতাপিতা = মাতা ও পিতা। এখানে 'মাতাপিতা' শব্দকে ভেঙে আরো দুইটি অর্থবোধক শব্দ 'মাতা' এবং 'পিতা' পাওয়া যায়।

সাধিত শব্দ গঠনের ২টি উপায় আছে। অর্থাৎ ২ ভাবে সাধিত শব্দ গঠিত হয়ে থাকে।

ক) প্রত্যয়ের সাহায্যে শব্দ গঠন – শব্দ বা ধাতুর পরে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করা যায়। যেমনঃ বিমান + ইক = বৈমানিক। এখানে 'বিমান' শব্দের পরে 'ইক' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়েছে। একইভাবে চল + অন্ত = চলন্ত, ভ্রাতৃ + ত্ব = ভ্রাতৃত্ব প্রত্যয়-সাধিত শব্দের উদাহরণ হিসেবে বলা যায়।

২। সমাসের সাহায্যে শব্দ গঠন – পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুই বা তার চেয়ে বেশি পদকে একটি পদে পরিণত করার মাধ্যমে নতুন শব্দ গঠন করা যায়। যেমনঃ দিন দিন = প্রতিদিন। এখানে দিন এবং দিন শব্দ দুটিকে এক করে প্রতিদিন শব্দটি পাওয়া যায়। একইভাবে মৌ সংগ্রহ করে যে মাছি = মৌমাছি, সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন সমাস-সাধিত শব্দের উদাহরণ হিসেবে বলা যায়।

 # উপসর্গ শব্দ গঠনের প্রক্রিয়া নয়, এটি শব্দ গঠনের একটি উপাদান। কারণ উপসর্গযুক্ত হলো মূলত শব্দ সমাস-সাধিত শব্দ। এগুলো অব্যয়ীভাব সমাস অথবা প্রাদি সমাসের অন্তর্গত।

 # সন্ধি শব্দ গঠনের প্রক্রিয়া নয়। কারণ সন্ধিবদ্ধ শব্দগুলো মূলত প্রত্যয়-সাধিত শব্দ অথবা সমাস-সাধিত শব্দ।

 # পদ পরিবর্তন শব্দ গঠনের প্রক্রিয়া নয়। কারণ এটি মূলত প্রত্যয়ের সাহায্যেই সম্পন্ন হয়ে থাকে।

 # বিভক্তি শব্দ গঠনের প্রক্রিয়া নয়। কারণ বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতু পদের অন্তর্গত।

জ্ঞানমূলক প্রশ্নঃ

১। যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করলে আলাদা অর্থ পাওয়া যায় সেগুলোকে কী শব্দ বলে?

২। সন্ধি, সমাস, উপসর্গ, প্রত্যয় ইত্যাদির মাধ্যমে কোন শব্দ গঠিত হয়?

৩। গঠন অনুসারে শব্দ কত প্রকার?

৪। যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ বা ভেঙে আলাদা করা যায় না সেগুলোকে কী বলে?

৫। শব্দের যে অংশকে আর কোনো ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায় না তকে কী বলে?

৬। শব্দ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৭। সাধিত শব্দ কয়টি উপায়ে গঠিত হয়?

৮। শব্দ গঠন বলতে কী বোঝায়?

৯। প্রত্যয়ের সাহায্যে কীভাবে শব্দ গঠিত হয়?

১০। সমাসের সাহায্যে কীভাবে শব্দ গঠিত হয়?

শাহরিন সুলতানা মৌলী